# প্রসঙ্গঃ যাকাত



ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যাকাত। যাকাত আদায় ও এর বন্টন একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এটি বাধ্যতামূলক ইবাদাত। এটি আরবী শব্দ زكوة থেকে গ্রহীত। যার অর্থ পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা। যাকাতের অন্য এক অর্থ পরিবর্ধন। শুধু তাই নয়, যাকাত একাধারে পবিত্রতা, বর্ধিত হওয়া, আর্শীবাদ এবং প্রশংসা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যাকাত এমন একটি ইবাদাত যা আমাদের সম্পদের পরিশুদ্ধতা আনয়ন করে। এটা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল। এটি ধনী-গরীবের প্রতি বৈষম্য দূর করণে, দারিদ্র বিমোচনে প্রধান হাতিয়ার।

কুরআন ও হাদিসে যাকাতের এ সব তাৎপর্য নিহিত।

আল্লামা জুরযানী বলেনঃ

الزكاة فى اللغة الزيادة

অর্থাৎ যাকাতের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত।

যাকাত শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি লাভ, প্রবৃদ্ধির কারণ ইত্যাদি যা আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাত থেকে অর্জিত হয়। ইসলামী বিশ্বকোষে যাকাতের অর্থ সম্পর্কে আছে, যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা। কারণ আল্লাহ বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। [তওবাঃ১০৩]

## যাকাত এর পারিভাষিক পরিচয়ঃ

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণের পর সম্পদে পূর্ণ এক বছরকাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।

ইউসুফ কারযাভী বলেনঃ শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাকাত ব্যবহৃত হয় ধন-মালে সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝানোর জন্য। যেমন পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের নির্দিষ্ট অংশের ধন-মাল দেওয়াকে যাকাত বলা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বলেনঃ যাকাত আল্লাহ নির্দেশিত অংশ ধন-মাল থেকে হকদারদের দিয়ে দেয়া, যাতে মন-আত্মা পবিত্র হয় এবং ধন-মাল পরিচ্ছন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায়।

## যাকাত বন্টনের খাতসমূহঃ

যাকাত বন্টনের ব্যাপারে আল কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছেঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বন্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা তওবাঃ ৬০]

আল্লামা ইবনে কাসীর, এই (৯:৬০) আয়াতের বর্ণনা করেছেন যে, যাকাতের মাল বন্টন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং যাকাত বন্টন করার ক্ষেত্রগুলো স্বয়ং আল্লাহ বাতলিয়ে দিয়েছেন।

সুনানে আবি দাউদে যিয়াদ ইবনে হারিস সুদাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, এমন সময় একটি লোক এসে তাঁর কাছে আবেদন করে- "সাদাকার (যাকাতের) মাল থেকে আমাকে কিছু দান করুন।"
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সাদাকার ব্যাপারে আল্লাহ নবী বা অন্য কারো ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট নন, বরং তিনি নিজেই বন্টনের আটটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যদি তুমি এই আটটি ক্ষেত্রের কোনো একটির মধ্যে পড়ো তবে আমি তোমাকে দিতে পারি।"

এখন যাকাতের মাল এই আট প্রকার লোকের মধ্যেই বন্টন করা ওয়াজিব, নাকি এক প্রকারের লোককেই দিলেই চলবে, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
ঈমাম শাফেঈ (রঃ) ও একদল আলেম বলেন যে, যাকাতের মাল আট প্রকারের সমস্ত লোকের উপর বন্টন করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে, এই যে, সকল প্রকার লোকের উপর বন্টন করা ওয়াজিব নয়, বরং যে কোনো এক প্রকারের লোককেই দিলেই যথেষ্ঠ হবে যদিও অন্য প্রকারের লোকও বিদ্যমান থাকে। এ উক্তি হচ্ছে ইমাম মালিক (রঃ) এবং পূর্ববর্তী, পরবর্তী একদল গুরুজনের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উমার (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রাঃ), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এবং মাইমুন ইবনে মাহরান (রাঃ)।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, সাধারণ আহলুল ইলমের উক্তিও এটাই। এ আয়াতে যাকাত খরচের ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে, সমস্ত প্রকারের লোককে দেয়ার কথা বর্ণিত হয় নাই। এসব উক্তির দলীল প্রমাণাদি ও তর্ক বিতর্কের স্থান এটা নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

সর্বপ্রথম ফকীরদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কারণ এই যে, তাদের প্রয়োজন অত্যান্ত বেশী, যদিও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের চাইতেও কঠিন। উমার (রাঃ) বলেন যে, যার হাতে কোনো মাল নেই শুধু তাকেই ফকীর বলা হয় না, বরং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, কিছু পানাহারও করছে এবং কিছু আয় উপার্জনও করছে সেও ফকীর। ইবনে আলিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, এই রিওয়ায়তে اخلق শব্দ রয়েছে। আর আমাদের মতে اخلق বলা হয় তিজারত বা ব্যবসাকে। কিন্তু জমহূর এর বিপরীত মত পোষণ করেন। বহু গুরুজন বলেন যে, ফকীর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে। আর মিসকিন বলা হয় ভিক্ষুককে, যে লোকদের পিছু ধরে এবং ঘরে ঘরে ও অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফকীর হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যাক্তি এবং মিসকিন হচ্ছে সুস্থ সবল লোক। ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, এখানে ফকীর দ্বারা মুহাজির ফকীরদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে-

পল্লীবাসীরা এর থেকে কিছুই পাবে না। ইকরামা (রঃ) বলেন, "দরিদ্র লোকদের মিসকিন বলো না, মিসকিন হচ্ছে আহলে কিতাবের লোক।"

---

## এখন ঐ হাদীস গুলো বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলো এই আট প্রকারের সম্পর্কে এসেছেঃ

**(১) فقرا :** আবূ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাদাকা ধনী ও সুস্থ সবলের জন্য হালাল নয়।" দু'টি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে সাদাকার মাল চাইলো। তিনি তখন তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা দেহ ভালোভাবে দেখে বুঝতে পারলেন যে, তারা সুস্থ ও বলবান লোক। সুতরাং তিনি তাদের বললেনঃ "তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদেরকে দিতে পারি। তবে জেনে রেখো যে, ধনী, শক্তিশালী ও উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির এতে কোনো অংশ নেই।"

---

**(২) مساكين :** আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই ঘোরাফেরাকারী ব্যক্তি মিসকিন নয়, যে লোকদের কাছে ঘোরাফেরা করে অতঃপর তাকে সে এক গ্রাস বা দু'গ্রাস (খাদ্য) এবং একটি বা দু'টি খেজুর প্রদান করে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তা হলে মিসকিন কে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "যার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যার এমন অবস্থা প্রকাশ পায় না যা দেখে মানুষ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে কিছু দান করে এবং যে কারো কাছে ভিক্ষা চায় না।"

---

**(৩) العا ملين اليها :** এরা হচ্ছে তহসীলদার। তারা ঐ সাদাকার (যাকাতের) মাল থেকেই মুজুরী পাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আত্নীয় স্বজন, যাদের উপর সাদাকা হারাম, এই পদে আসতে পারেন না। আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবীআ ইবনে হারিস (রাঃ) এবং ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে আবেদন করেনঃ "আমাদের সাদাকা আদায়কারী নিযুক্ত করুন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ "মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সাদাকা হারাম। এটা তো লোকদের ময়লা আবর্জনা।" [এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন]

---

**(৪) المو لفة قلوب :** এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। কাউকে এই দেয়া হয় যে, এর ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল থেকে প্রদান করেছিলেন। অথচ ঐ সসময় সে কুফরী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে বের হয়েছিলো। সে নিজেই বর্ণণা করেছেঃ “তাঁর দান ও সুবিচার আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশী তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলো। অথচ ইতিপূর্বে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু আমিই ছিলাম” [এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযি (রঃ) বর্ণণা করেছেন]
আবার কাউকে এ জন্য দেয়া হয় যে, এর ফলে তার ইসলাম দৃঢ় হবে। আর ইসলামের উপর তার মন বসে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার আযাদকৃত লোকদের সর্দারদেরকে শত শত উট দান করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ “আমি একজনকে দিয়ে থাকি তার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়জনকে দিই না এই ভয়ে যে (তাকে না দিলে সে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ফলে) তাকে উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার আলী (রাঃ) ইয়ামেন থেকে মাটি মিশ্রিত কাঁচা সোনা রাসূলুল্লাজ (সঃ) এর খিদমতে প্রেরণ করেন। তিনি তা শুধুমাত্র চারজন লোকের মধ্যে বন্টন করে দেন। তারা হলেনঃ (১) আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ), (২) উয়াইনা ইবনে বদর (রাঃ), (৩) আলকামা ইবনে আলাসা (রাঃ) এবং (৪) যায়েদ ইবনে আল খায়ের (রাঃ)। তিঁনি বলেনঃ “তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে আমি এটা তাদেরকে প্রদান করেছি।” কাউকে এ জন্যও দেয়া হয় যে, সে পার্শ্ববর্তী লোকদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দিবে  অথবা আশেপাশের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিবে না। এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আহকাম ও ফুরু'র কিতাবগুলোতে আছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

উমার (রাঃ), আমির শা'বী (রঃ) এবং একদল আলেমের উক্তি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের পর সাদাকা (যাকাত) খরচের এ ক্ষেত্রগুলো আর বাকী নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মর্যাদা দান করেছেন। ককিন্তু অন্যান্য গুরুজনদের উক্তি এই যে, মন জয়ের উদ্দেশ্যে এখনও যাকাতের মাল খরচ করা জায়েজ। মক্কা বিজয় এবং হাওয়াযেন বিজয়ের পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকদেরকে সাদাকার মাল প্রদান করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এখনও এরূপ প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে।

অজ্ঞদের জন্য এটাও স্পষ্ট করে বলতে হয় যে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির নেতা বা তাদের দোসরদের মনোকর্ষণের জন্য তাদেরকে যাকাত প্রদান করা তো দূরের কথা বরং তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রিসহ যেকোনো রকম সহযোগিতা করা সুস্পষ্ট রিদ্দাহ এবং কুফর! যেকোনো রকমের সহযোগিতা অথবা তাদের সাথে এমন শান্তি স্থাপন করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা না করা, বিবৃতি বা কর্মের মাধ্যমে ঈমানদার ভাইদের বিরুদ্ধাচরণ করা- যদি উল্লেখকৃত যেকোনো একটি কাজ কেউ করে আর পরে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত বাতিল। অথবা অযু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে তার এই পবিত্রতা অর্জনও বাতিল। অথবা ফরয কিংবা নফল সাওম রাখে তবে তার সাওম'ও বাতিল। অথবা হজ্ব সম্পাদন করে তবে তার হজ্বও বাতিল। অথবা ফরয যাকাত কিংবা নফল সাদাকাহ খরচ করে, তাহলে তার যাকাতও বাতিল ও তার উপরে ছুড়ে ফেলা হবে।" [কালিমাতুল হাক্ক, পৃষ্ঠাঃ ১৩২]

"ইসলামের আলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে (ইজমা) পৌঁছেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে যেকোনো প্রকারে সাহায্য সহযোগিতা করবে, সে ব্যক্তি তাদের মতোই কাফির। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।)" [মায়িদাহ-৫১ মাজমু' আল-ফাতাওয়া, ১/২৭৪]

---

**(৫) في الرقب :** গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে বহু বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন যে, এর দ্বারা ঐ গোলামদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা টাকার একটা অংক নির্ধারণ করে তাদের মনিবদের সাথে আযাদী লাভের শর্ত করে নিয়েছে। যাকাতের মাল থেকে এই গোলামদেরকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া যাবে, যাতে তারা তা আদায় করে আযাদী লাভ করতে পারে। অন্যান্য বুযুর্গগণ বলেন যে, যে গোলাম মনিবের সাথে এরুপ গোলামকেও যাকাতের মাল দিয়ে খরিদ করে নিয়ে আযাদ করে তিতে কোনো অসুবিধা নেই। মোটকথা, মুকাতাব গোলাম (যার মনিব তাকে তার ক্রয়মূল্য উপার্জন করে দেয়ার শর্তে মুক্তির কথা দিয়েছে) বা সাধারণ গোলামকে আযাদকরণও যাকাতের খরচের একটি ক্ষেত্র। হাদীসে এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে যে, আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন, এমন কি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থানকেও। কেননা, প্রত্যেক পুণ্যের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যে আমল করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিদান দেয়া হবে।"

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকার লোকের সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলার দ্বায়িত্বে রয়েছে। প্রথম ঐ গাযী, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। দ্বিতীয় ঐ মুকাতাব গোলাম, যে তার চুক্তির টাকা আদায়ের ইচ্ছা করে। তৃতীয় ঐ বর বা বিয়ের পাত্র যার, বিয়ে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুষ্কার্য থেকে রক্ষা পাওয়া।" [এ হাদিসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আসহাবে সুনান বর্ণনা করেছেন]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি 'নাসমা' আযাদ কর ও গর্দান মুক্ত কর।" তখন বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুটো তো একই।" তিঁনি বললেনঃ "না, 'নাসমা' আযাদ করার অর্থ এই যে, তুমি একাই কোনো গোলাম আযাদ করবে। আর গর্দান মুক্ত করার অর্থ এই যে, তুমি ওর মূল্যের ব্যাপারে সাহায্য করবে।" [এই কথার ভাবার্থ এই যে, একজন লোক একাকী

একটা গোলাম আযাদ করতে পারছে না, তখন কয়েকজন মিলে এ গোলামের মূল্য সংগ্রহ করে ওকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলো। এটাই হলো তার মূল্যের ব্যাপারে সহায্য করা]

---

**(৬) الغا رمين :** এটাও কয়েক প্রকার। যেমন একটি লোক কারো বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলো বা কারো কর্জের সে যামিন হয়ে গেলো। অতঃপর সে দ্বায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে গেলো অথবা নিজেই ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়লো, কিংবা কেউ কোনো নাফরমানীমূলক কাজ করার শাস্তিস্বরুপ তার উপর ঋণের বোঝা চেপে বসলো। তারপর সে তওবাহ করলো। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে, যাতে সে এর দ্বারা তার এ ঋণ আদায় করতে পারে। এই মাসআলাটির মূল হচ্ছে কুবাইসা ইবনে মাখরিক আল হিলালি (রাঃ) এর নিম্মের রিওয়াতটিঃ

তিনি বলেন, আমি অন্যের (ঋণের) বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করি। তিঁনি বলেনঃ “অপেক্ষা করো, আমার কাছে সাদকার (যাকাতের) মাল আসলে তা থেকে তোমাকে প্রদান করবো।” এরপর তিঁনি বলেনঃ “হে আবু কুবাইসা! জেনে রেখো যে, তিন প্রকার লোকের জন্যেই শুধু ভিক্ষা হালাল। **প্রথম** হচ্ছে ঐ যামিন ব্যক্তি যার জামানতের অর্থ পুরো না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে ভিক্ষা জায়েজ। **দ্বিতীয়** হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার মাল কোনো দৈব দূর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্যেও ভিক্ষা জায়েজ যে পর্যন্ত না তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। **তৃতীয়** হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটে এবং তার কওমের তিনজন বিবেকবান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, নিঃসন্দেহে অমুক ব্যক্তির ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটে। তার জন্যেও ভিক্ষা জায়েজ যে পর্যন্ত না সে কোনো আশ্রয় লাভ করে এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যান্যদের জন্য ভিক্ষা হারাম। যদি তারা ভিক্ষা করে কিছু খায় তবে অবৈধ উপায়ে হারাম খাবে।” [এ হাদিসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন]

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) এর যুগে একটি লোক একটি বাগান খরিদ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভীষণভাবে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। নবী (সঃ) (জনগণকে) বললেনঃ “তোমরা তার উপর সাদকা করো।” জনগণ সাদকা করলো, কিন্তু তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঋণদাতাদেরকে বললেনঃ “তোমরা যা পেলে তাই গ্রহণ করো, এ ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না।” [এ হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন]

আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন একজন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে ডেকে তাঁর সামনে হাযির করবেন, অতঃপর বলবেনঃ “হে আদম সন্তান! তুনি কি কাজে কর্জ নিয়েছিলে এবং কিভাবে জনগণের হক নষ্ট করেছিলে?” সে উত্তরে বলবেঃ “হে আমার প্রভু! আপনি তো জানেন যে, আমি তা গ্রহণ করে নিজে খাইনি, পানও করিনি এবং নষ্টও করিনি। বরং আমার হাত থেকে হয় তো চুরি হয়ে গেছে বা পুড়ে গেছে অথবা কোনো দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে।” তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আজ তোমার কর্জ আদায় করার সবচেয়ে হকদার আমি।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিস চেয়ে পাঠাবেন। ওটা তার নেকির পাল্লায় রাখা হবে। এর ফলে তার নেকির পাল্লা পাপের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।” [এ হাদিসটি ইমাম আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন]

---

**(৭) في سبيل الله :** ঐ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদের দফতরে কোনো হক থাকে না। হজ্জও এর অন্তভূর্ক্ত।

যাকাত প্রদানের সুস্পষ্ট খাত জিহাদ, যাকে ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সমস্ত মুসলমানকে এ বিষয়ে। সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য যে, কোন ফকীর, মিসকীনকে যাকাত প্রদান যেমন প্রয়োজন, জিহাদের জন্য যাকাত প্রদান তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন কারণ, একজন ফকীর-মিসকিনকে যাকাত প্রদানের দ্বারা একজন মুসলমান উপকৃত হয় ও যাকাত

---

প্রদানের দায়িত্ব আদায় হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে প্রদানের দ্বারা হেফাজতে ইসলাম ও আল্লাহর দ্বীন বুলন্দীর কার্যে ব্যবহৃত হয়, যা পূর্ব থেকে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কারো অন্তরে এই সংশয় উদয় হতে পারে যে,‘ফী সাবিলিল্লাহ’ তো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, কিন্তু এখানে বিশেষ করে জিহাদকে উল্লেখ করা হল কেন?

এই ফি সাবিলিল্লাহ এর ব্যাখ্যায় হানাফি, মালেকি ও শাফেঈ মাযহাবের উলামায়ে কিরাম বলেন, এর মর্ম জিহাদ। আর হাম্বলি মাযহাবের উলামায়ে কিরাম বলেন, ফি সাবিলিল্লাহ এর অর্থ জিহাদ এবং হজ্ব ফি সাবিলিল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত। তাই হজ্বে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে যাকাতের উট প্রদান করা বৈধ। মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেনঃ في سبيل الله (ফি সাবিলিল্লাহ) শব্দটিও ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। [তোহফাতুল আলমায়ী]

**বিখ্যাত মুফাসসিরদের নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছেঃ**

**১.** তাফসীর ইবনে কাসীরে উল্লেখ করেন, ‘ফী সাবলিল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুজাহিদ, যার জন্য কোন নির্ধারিত অংশ নেই। ইমাম আহমদ, ইমাম হাসান বসরী ও ইমাম ইসহাক (রাহঃ) একটি হাদীসের ‘ফী সাবলিল্লাহ এর মাঝে মুজাহিদের সাথে হজ পালনকারীকেও শামিল করেন। [তাফসীর ইবনে কাসীর, ২য় খন্ড ৩৬৬ পৃষ্ঠা]

**২.** তাফসীরে কাশশাফে উল্লেখ আছে, ‘ফী সাবলিল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত দরিদ্র মুজাহিদ ও ঐ হাজী, যার যাতায়াত খরচ ও আহার্য শেষ হয়ে গেছে। [তাফসীরে কাশশাফ, ২য় খন্ড ৩৮৩ পৃষ্ঠা]

**৩.** তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘ফী সাবলিল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ‘মুজাহিদ। ইমাম শাফী (রহঃ) বলেন, যাকাতের টাকা। মুজাহিদকে প্রদান করা হবে চাই সে মুজাহিদ ধনাঢ্য হোক বা দরিদ্র। এই অভিমতের সপক্ষে রয়েছেন ইমাম মালেক, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আবু উবায়দা (রহঃ) প্রমুখ। হযরত ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, ঐ সমস্ত মুজাহিদকে
যাকাত প্রদান করা হবে, যারা দরিদ্র। [তাফসীরে কাবির, ১৬ খন্ড ১১৩ পৃষ্ঠা]

**৪.** তাফসীরে জালালাইন শরীফে উল্লেখ আছে। 'ফী সাবলিল্লাহ' দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা জিহাদী কার্যে নিমগ্ন। [তাফসিরে জালালাইন, ১৬১ পৃষ্ঠা]

**৫.** তাফসীরে রুহুল মা'আনী-তে উল্লেখ আছে ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত মুজাহিদ ও যোদ্ধা যাদের পথ খরচ সমাপ্ত হয়ে যায়। এ অভিমত কাজী ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ) এর ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) বলেনঃ ঐ হাজী, যার নিকট পথ খরচ নেই। কারো কারো অভিমত তালেবে ইলমও এতে শামিল হবে। আল্লামা আলুসী (রহঃ) বর্ণনা করেন, এসম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের যত অভিমত রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টও গ্রহণযোগ্য অভিমত হল। আল্লামা জাসাস (রাহঃ)-এর আহকামুল কোরআনে উল্লেখিত অভিমত। তিনি বলেন, মুজাহিদ আপন গৃহে অনেক দাস-দাসী বাহন ও সম্পদের অধিকারীতার জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েজ নয়। কিন্তু এই ব্যক্তি-ই যদি জিহাদের সফরে বস্ত্র, আহার্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতি মুহতাজ হয়, তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। আপন গৃহে অধিক সম্পদ কোন প্রতিবন্ধক হবে না। এ কথার প্রমাণ হল নবী কারীম (সঃ) এর বাণী ‘বিত্তশালী মুজাহিদ ও গাজীর জন্য যাকাতের মাল হালাল।’ [তাফসিরে রুহুল মা'আনি, ৪র্থ খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা]

**৬.** তাফসীরে কুরতুবী-তে উল্লেখ আছে, মুজাহিদ, যোদ্ধা ও সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত প্রহরীদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে, চাই সে বিত্তশালী হোক বা দরিদ্র হোক। সমস্ত উলামা কেরামের অভিমত তাই। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ), আল্লামা শায়েখ কাশেম (রাঃ) থেকে যায়েদ (রাঃ) সহ অন্যান্যদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, মুজাহিদকে যাকাতের অর্থ প্রদান করো

যদিও তার ময়দানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং ঘরে অধিক সম্পদশালী হয়। কারণ, এ ব্যাপারে নবী কারীম (সঃ) এর হাদীস সুস্পষ্ট "কোন সম্পদশালী ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা প্রদান করো না, পাঁচ শ্রেণী ব্যতীত। তন্মধ্যে সর্ব প্রথম হল, আল্লাহর পথের গাজী।" আল্লামা ইবনে ওহাব (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যাকাতের সম্পদ ঐ সমস্ত মুজাহিদ ও পাহারাদারদের প্রদান করবে, চাই সে ধনী হোক বা গরীব। [তাফসীরে কুরতুবি, ৮ম খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা]

**৭.** তাফসীরে কাশেমী এর উল্লেখ রয়েছে, উল্লেখিত (৯:৬০) আয়াতে মুজাহিদদের অর্থ প্রদানকে 'ফী সাবলিল্লাহ' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ঐ সব মুজাহিদ, যারা অর্থের অভাবে জিহাদ করতে অক্ষম। ইবনে কাসীর (রহঃ), ইবনে দাক্কীকুল ঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যেখানে শুধু 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দটি জিহাদের জন্য এত অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয়, সেখানে জিহাদই উদ্দেশ্য হয়। এই শব্দটি জিহাদের জন্য এত অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে যে, শব্দটি জিহাদের জন্য খাছ হয়ে গেছে। [তাফসীরে কাশেমী, ৮ম খন্ড]

**৮.** তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, জিহাদরত মুজাহিদকে যাকাত প্রদান জায়েজ। চাই সে মুজাহিদ আপন গৃহে অধিক সম্পদের অধিকারী হোক না কেন। [তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, ৪০৪ পৃষ্ঠা]

**৯.** তাফসীরে উসমানীতে উল্লেখ রয়েছে 'ফী সাবলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদে অর্থ সাহায্য করা। [তাফসীরে উসমানী, ২৫৪ পৃষ্ঠা]

**১০.** তাফসীরে জাওয়াহেরুল কুরআনে রয়েছে, 'ফী সাবলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য এ সমস্ত দরিদ্র মুজাহিদ ও হাজী, যাদের পথ খরচ সমাপ্ত হয়ে যায় এবং যারা তালেবে ইলম। [তাফসীরে জাওয়াহেরুল কুরআন, ৪৪২ পৃষ্ঠা]

**১১.** তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে, মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) এক বর্ণনা উল্লেখ করেন। যা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ তিনি বলেন যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মার্থে 'ফী সাবলিল্লাহ' হয়। যেসব লোক রাসূলে কারীম (সঃ) এর ব্যাখ্যা বর্ণনা এবং তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কুরআনকে বুঝতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দটি দেখেই, এ সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন না কোন দিক দিয়ে নেক আমল কিংবা এবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কুপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তারা 'ফী সাবিলিল্লাহ' এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয় খাত করছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমা পরিপন্থী। সাহাবায়ে কেরাম যারা কুরআনকে সরাসরি রাসূলে কারীম (সঃ) থেকে অধ্যায়ন করেছেন, বুঝেছেন, তাদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তাফসীরে এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্বৃত রয়েছে, তাতে এ শব্দটিকে জিহাদ, মুজাহিদ ও হজ্বব্রতীদের জন্য নিদিষ্ট করে সাব্যস্থ করা হয়। [তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ৪০৭-৪০৮ পৃষ্ঠা]

**১২.** বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ হিদায়াতে উল্লেখ আছে, 'ফী সাবলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্যঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ঐ সমস্ত মুজাহিদগণ, যারা জিহাদের সফরে অর্থের অভাবে থাকে। কেননা যখনই শুধু 'ফী সাবলিল্লাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তার দ্বারা মুজাহিদকেই বুঝায়। সারাংশ হল উল্লেখিত অভিমতগুলো দ্বারা চারটি বিষয় সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। [হিদায়া, ২০৫ পৃষ্ঠা]

উল্লেখিত আলোচনায় বুঝা গেল, চার ইমাম একমত যে, ফি সাবিলিল্লাহ দ্বারা জিহাদ ও জিহাদ সংক্রান্ত ক্ষেত্র উদ্দেশ্য। যেমনঃ অস্ত্র ক্রয় করা, সীমান্তে সদা প্রহরায় নিয়োজিত মুজাহিদদের প্রয়োজনে ব্যয় করা, তাদের খাবার-দাবারের আয়োজন করা, তাদের যাতায়াত ও স্থানান্তরিত হওয়া, এ সব কিছু যাকাতের অর্থ থেকে করা যেতে পারে। এটি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এ বিশ্বাসটিকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। এর মাঝে বিস্তৃতি দানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে মুজাহিদদের জন্য কিছুই বাকি থাকেনি। কেউ কেউ বলেন, ফি সাবিলিল্লাহ এর অর্থ মতে পুল, ব্রিজ, মাদ্রাসা,

হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করাও অন্তর্ভুক্ত। এভাবে বললে তো আর কিছুই বাকি থাকবে না। সব কিছুই ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাযকে রহম করুন, তিনি এ ব্যাপারে খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। তার কাছে একবার এক ব্যক্তিকে পাঠানো হলো একটি হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে ফতওয়া সংগ্রহের জন্য। এটি একটি ইসলামী হাসপাতাল হবে। খৃস্টানদের মোকাবেলায় তা স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে কি যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে?

তখন শাইখ বললেন, আমি তা কিছুতেই বৈধ মনে করি না। তিনি বললেন, যদি আমি এ ফতওয়া প্রদান করি তাহলে আর ফকির, মিসকিন ও জিহাদের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না। আর রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এতে আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি করবে। এ ফতওয়ার উপর নির্ভর করেই তারা তা করবে। তারা যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্রিজ নির্মাণ করবে, মাদ্রাসা হাসপাতাল নির্মাণ করবে আর গরীব মিসকিনদের জন্য তখন আর কিছুই থাকবে না। কারণ যাকাতের অর্থ চলে যাবে হাসপাতাল নির্মাণে, ব্রিজ আর মাদরাসা নির্মাণে। এভাবে চলতে থাকলে গরীবদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। যদি গরীব মিসকিনদের দেওয়া ফি সাবিলিল্লাহ হয়, ঋণগ্রস্তকে প্রদান করা ফি সাবিলিল্লাহ হয়, কারো মনোরঞ্জনের জন্য প্রদান করলে ফি সাবিলিল্লাহ হয়, তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পৃথকভাবে ফি সাবিলিল্লাহ বলতেন না। তাই বুঝতে হবে, ফি সাবিলিল্লাহ এর এক বিশেষ শরয়ী পরিভাষা আছে। আর তা হল জিহাদ। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর চেয়ে উত্তম"। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ তাবলীগ করা বা বয়ান করাকেও শামিল করে নেয়। আরবি ভাষার অর্থ হিসেবে এ ধরনের আরো অর্থ তা দ্বারা নেওয়া যায়। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় তার মর্ম হবে শুধু জিহাদ। এ হাদিস দ্বারা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝানো মোটেই ঠিক হবে না।

ফি সাবিলিল্লাহ শব্দের মাঝে ব্যাপকতা বিদ্যমান। যে ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইসলাম সম্পর্কে কিছু লিখছেন, তার ডান পাশে ধূমায়িত কফি আর বাম পাশের প্লেট ভর্তি খেজুর, এ ব্যক্তিও মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি হিন্দকুশে উঁচু শৃঙ্গে জমাট বাঁধা বরফের মাঝে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছেন, শীতে থরথর করে কাঁপছেন আর অস্ত্র হাতে নিষ্পলক শত্রুর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনিও মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ। তবে তারা উভয়ে কি সমান? তুমি তোমার বিচার শক্তি প্রয়োগ করে কি তাদের সমপর্যায়ের মনে করবে? নিশ্চয়ই তা পারবে না। তাহলে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তা পারবেন? সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল, ফি সাবিলিল্লাহ এর একটি শরয়ী অর্থ আছে। আর তা হল জিহাদ। সুতরাং ফি সাবিলিল্লাহ দ্বারা জিহাদকেই বুঝতে হবে। অন্য কিছু বুঝলে ভুল হবে। আর জিহাদ অর্থ যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের জন্য সাহায্য করা। [তাফসীরে সূরা তওবা, প্রথম খন্ড, চতুর্বিংশ মজলিস, ৩২৭ পৃষ্ঠা]

**সুতরাং সারাংশ হল উল্লেখিত অভিমতগুলো দ্বারা চারটি বিষয় সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ঃ**

**(ক)** শরয়ী পরিভাষায় 'ফী সাবলিল্লাহ' তথা আল্লাহর রাস্তা বলতে জিহাদ ও মুজাহিদই উদ্দেশ্য করা হয়।
**(খ)** যাকাতের একটি উল্লেখযোগ্য ও উৎকৃষ্ট খাত হল মুজাহিদ ও জিহাদের রাস্তা।
**(গ)** জুমহুর ওলামাদের নিকট উল্লেখিত আয়াতে 'ফী সাবলিল্লাহ' দ্বারা মুজাহিদ উদ্দেশ্য তবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ করে মুজাহিদদের সাথে হজব্রতী ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
**(ঘ)** জুমহুর ওলামাদের নিকট মুজাহিদ চাই ধনবান বা দরিদ্র হোক গৃহে বা জিহাদের পথে হোক যাকাতের হকদার হবেই। শুধু ওলামায়ে আহনাফগণ মুজাহিদের সাথে দরিদ্রতার শর্তারোপ করেছেন। জমহুর ওলামাগণ এ জাতীয় কোন শর্তই গ্রহণ করেন না। কেননা, ফকির ও মিসকীন স্বতন্ত্র খাত, মুজাহিদদের জন্য যদি ফকির- মিসকীন শর্ত হয়, তবে এ দু'টি খাত উল্লেখ করার পর পুনরায় মুজাহিদদের খাত বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন নয় কি? তাছাড়া হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস; যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নবী কারীম (সঃ) বলেনঃ কোন ধনবান ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়, কিন্তু পাঁচ শ্রেণীর জন্য জায়েজ। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী আল্লাহর রাস্তায় গাজী ও মুজাহিদ। এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুজাহিদ সম্পদশালী হওয়া যাকাত গ্রহণ করার কোন প্রতিবন্ধক নয়।

**(৮) ابن السبيل :** এর অন্তর্ভূক্ত মুসাফির, যার সাথে কোনো অর্থ নেই, তাকেও যাকাতের মাল থেকে এই পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে সে নিজ শহরে পৌঁছাতে পারে। যদিও সে নিজের জায়গায় একজন ধনী লোকও হয়। ঐ ব্যক্তির জন্যেও এই হুকুম যে নিজের শহর থেকে অন্য জায়গায় সফর করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার কাছে মাল-ধন নেই বলে সফরে বের হতে পারছে না। তাকেও সফরের খরচের জন্যে যাকাতের মাল দেয়া জায়েজ, যা তার যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। (৯:৬০) আয়াতটি ছাড়াও নিম্নের হাদীস এর দলীলঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ “পাঁচ প্রকারের মালদার ব্যতীত কোনো মালদারের জন্যে সাদকা হালাল নয়।
**১.** ঐ ধনী যাকে যাকাত আদায় করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।
**২.** ঐ মালদার, যে যাকাতের মালের কোনো জিনিস নিজের মাল দিয়ে কিনে নিয়েছে।
**৩.** ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি
**৪.** আল্লাহর পথের গাজী।
**৫.** ঐ সম্পদশালী লোক, যাকে কোনো মিসকীন তার যাকাত হতে প্রাপ্ত কোনো মাল উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছে। [এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাকাত ধনীর জন্যে হালাল নয় কিন্তু যে (ধনাঢ্য) ব্যক্তি আল্লাহর পথে রয়েছে বা মুসাফির অবস্থায় আছে কিংবা তার কোনো মিসকীন প্রতিবেশী হাদিয়া স্বরুপ তার কাছে পাঠিয়েছে বা বাড়িতে যিয়াফত দিয়ে ডেকে নিয়েছে (তাদের জন্যে হালাল)।”

---

যাকাতের মাল খরচের এই আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা (৯:৬০) আয়াতে ইরশাদ করেছেন- “এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা যাহের ও বাতেনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তার কথায়, কাজে, শরীয়তে ও হুকুমে অতি প্রজ্ঞাময়। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউই নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো পালনকর্তা নেই। [ইবনে কাসীর]

---

## যাকাতের আদায়ের ফজিলতঃ

যাকাত আদায়ের দ্বারা যাকাত দাতার মাল বৃদ্ধি পায় অথবা যাকাত দাতার মাল পবিত্র হয় এবং যাকাত দাতার অন্তর কৃপণতার কলুষ থেকে পবিত্র হয় বলে যাকাত কে 'যাকাত' নামকরণ করা হয়েছে। [মোজাহেরে হকঃ ২/৪৮৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা তওবাঃ ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন- হে নবী! তুমি তাদের মালের যাকাত আদায় কর। এটা তাদেরকে পাক পবিত্র করবে।
আল্লাহ পাকের উক্তি وَصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের জন্য দু'আ করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো।" যেমন সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "যখন কারো কাছে যাকাতের মাল আসতো রাসূল (সঃ) আল্লাহ তা'আলারর নির্দেশ অনুযায়ীকার জন্য দু'আ করতেন। আমার পিতা যখন যাকাতের মাল পেশ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'আ করলেনঃ "হে আল্লাহ! আবূ আওফা'র (রাঃ) বংশধরের উপর দয়া করুন।" অন্য একটি হাদিসে আছে যে, একটি স্ত্রীলোক বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে ও আমার স্বামীর জন্যে দু'আ করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহ তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর রহম করুন।"
আল্লাহ তা'আলার উক্তি- إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের শান্তির কারণ।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, سكون এর অর্থ হচ্ছে রহমত। আর কাতাদা (রঃ) বলেন যে এর অর্থ হচ্ছে পদমর্যাদা।

অন্যত্র হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "নিঃসন্দেহে দান-সদকা (যাকাত) আল্লাহ তা'আলার ক্ষোভের আগুন নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। [সুনানে তিরমিযীঃ ১/১৪৪]

## যাদের উপর যাকাত ফরযঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন সকল 'সাহেবে নিসাব' মুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয। কোন ব্যক্তি মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ব্যতীত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর চাঁদের হিসেবে পরিপূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হলে তার উপর পূর্ববর্তী বৎসরের যাকাত প্রদান করা ফরয। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি ঋণগ্রস্থ হয়, তবে ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে, তার উপর যাকাত ফরয হবে। যাকাত ফরয হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদান না করে টাকা খরচ করে ফেলে, তাহলেও তাকে তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে। নাবালেগ ও পাগলের উপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ, তাদের উপর শরীয়তের বিধান আরোপিত হয় না। তবে যদি কোন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি নিসাবের মালিক হওয়ার সময় এবং বৎসর পরিপূর্ণ হওয়ার সময় সুস্থ থাকে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলেও তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

---

## যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলীঃ

**(১)** প্রাপ্তবয়স্ক (নাবালক নয়),
**(২)** সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন (পাগল নয়),
**(৩)** প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী,
**(৪)** আযাদ হওয়া (কৃতদাস নয়),
**(৫)** নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক,
**(৬)** সাধারণ ঋণ ব্যতীত,
**(৭)** হাজতে আসলিয়া তথা নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকলে,
**(৮)** এবং সে সম্পদের উপর এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাতযোগ্য সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ আদায় করা ফরয হবে।
**(৯)** উক্ত মাল নিজের আয়ত্বাধীন থাকতে হবে।
**(১০)** উক্ত মালের মধ্যে অন্য কোন হকের সংমিশ্রণ মুক্ত হতে হবে।
**(১১)** উক্ত মালের মধ্যে তিনটি গুণের একটি গুণ থাকতে হবেঃ
***ক.*** মূল্যমাণ; ***খ.*** বর্ধিষ্ণু; ***গ.*** ব্যবসার নিয়ত।
[হেদায়াঃ ১/১৮৫-১৯৫; ইলমুল ফিকাহের বরাতে মাসায়িলে রিফআত কাসেমী ১৩/৫০]

---

## যাকাত দেয়ার উত্তম সময়ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যাকাত প্রদানের উত্তম সময় হল 'রমাদ্বান মাস'।" [তিরমিযীঃ ৬৬৩]

---

## যাকাতের নিসাবঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ কিংবা মহিলা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ন বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মালিক হলে বা নিত্য প্রয়োজনীয় খরচের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমান ক্যাশ টাকা বা ব্যবসায়িক পণ্যের মালিক হলে, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হবে ।

যাকাত যোগ্য সমস্ত সম্পদের চল্লিশ ভাগে এক ভাগ যাকাত আদায় করা আবশ্যক ।
উল্লেখ্য যে, কারো নিকট শুধু স্বর্ণ থাকলে তা সাড়ে সাত ভরির কম হলে অথবা শুধু রুপা থাকলে এবং তা সাড়ে বায়ান্ন ভরির কম হলে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি স্বর্ণের সাথে রুপা বা টাকা অথবা ব্যবসায়িক পণ্য থাকে তাহলে সবকিছুর সমষ্টির মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার সমমূল্যের হলেই যাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে। [আল হেদায়াঃ ১/১৯৬; আল মাবসূত লিস সারাখসীঃ ২/১৯১; তাতারখানিয়াঃ ২/২৩৭; রদ্দুল মুহতারঃ ৩/২২৯; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১৭৯; ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৪/৩৮]

---

## ঋণগ্রস্থের যাকাতঃ

সম্পদের মালিক যদি ঋণগ্রস্থ হয় তাহলে তার সম্পদের মূল্য থেকে প্রথমে ঋণ পরিমাণ টাকা বাদ দিতে হবে। অতঃপর যদি অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার উপর যাকাত আবশ্যক হবে, নতুবা হবে না। কেউ যদি কিস্তিতে কিছু ক্রয় করে থাকে বা কিস্তি করা ঋণ থাকে তাহলে এই বৎসর যে পরিমাণ কিস্তি আদায় করতে হবে কেবল মাত্র সেই পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। [আদ্দুররুল মুখতারঃ ২/২৬৩]

---

## পাওনা টাকার উপর যাকাতঃ

যদি কারো কাছে টাকা ঋণ দেয়া থাকে বা কারো কাছে গচ্ছিত রাখা থাকে অথবা কোন কিছু বিক্রয় করেছে কিন্তু তার মূল্য এখনো হস্তগত হয়নি এবং এ টাকাগুলো পাওয়ার আশা থাকে তাহলে তা হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। [ফাতাওয়ায়ে শামীঃ ২/৩০৫]

---

## কারো ব্যবসায় লাগিয়ে রাখা টাকা, শেয়ার, প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্রে যাকাতঃ

শেয়ার, বৈদেশিক মুদ্রা, প্রাইজবন্ড বা সঞ্চয়পত্রও নগদ টাকার মতই। তাই এগুলোর মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। তবে এগুলো থেকে কেউ সুদপ্রাপ্ত হলে তার পূর্ণটাই সদকা করে দিতে হবে। [ফাতাওয়ায়ে উসমানীঃ ২/৪৮-৭১]

---

---

## ব্যাংক ও বীমার টাকায় যাকাতঃ

ব্যাংকে রাখা টাকা এবং বীমায় দেয়া প্রিমিয়াম যা ফেরৎ পাওয়া যাবে তা হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। [ফাতাওয়ায়ে উসমানীঃ ২/৭১]

---

## প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাতঃ

ঐচ্ছিক কর্তনকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। অবশ্য বাধ্যতামূলকভাবে যে পরিমাণ টাকা কর্তন হয় তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত নেই। [ফাতাওয়ায়ে উসমানীঃ ২/৫০]

---

## ব্যবসার যে যে পণ্যে যাকাত দিতে হবেঃ

(ক) ব্যবসার সম্পদে নগদ ক্যাশ বা পাওনা টাকা।
(খ) বিক্রয় করার জন্য মজুদ করা বা উৎপাদিত পণ্য।
(গ) প্রক্রিয়াধীন পণ্য ও কাঁচামাল। যেমন, পোশাকের ফ্যাক্টরীর কাপড়, জুতার কারখানার চামড়া, রেক্সিন ইত্যাদি।
(ঘ) এমন জিনিস যা বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্য ক্রয় করা হয়েছে এবং সে ইচ্ছা এখনো বিদ্যমান আছে। যেমন, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট, গাড়ি, ধান, পাট, কাচামাল, ইত্যাদি।
তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ফার্ণিচার বা বিক্রয়ের জন্য নয় এমন কোন কিছুতেই যাকাত নেই। যেমন, মাল তৈরির মেশিন, আলমারী ইত্যাদি। [ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৪/১২২]

---

## গার্মেন্টসের যাকাতঃ

গার্মেন্টসের কাঁচামাল তথা কাপড়, সূতা ইত্তাদির উপর যাকাত আসবে, তবে এর মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যদির উপর যাকাত আসবে না। [ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৪/১২২]

---

## ভবিষ্যতে কোন কাজের উদ্দেশ্যে জমা রাখা টাকার উপর যাকাতঃ

ভবিষ্যতে হজ্জ, বিবাহ, গৃহ নির্মান কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জমাকৃত টাকা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে ফেলার পূর্বে বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে সেগুলোর উপরও যাকাত আবশ্যক হবে। [ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়াঃ ৩/৪৯৩]

---

## পোলট্রি ফার্মের যাকাতঃ

পোলট্রি ফার্মে যে সকল মুরগী বা ডিম সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্যে থাকে তার মূল্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। কিন্তু যে সকল লিয়ার মুরগী ডিম উৎপাদনের জন্য রাখা হয়, সরাসরি বিক্রয়ের জন্য না হয়, সেগুলোর মূল্যের উপর যাকাত আসবে না। [দূররুল মুখতারঃ ২/২৭৩-২৭৪]

---

## মৎস্য খামারের যাকাতঃ

কেউ যদি পুকুর বা হাউজ ইত্যাদিতে বিক্রির উদ্দেশ্যে মাছ বা মাছের পোনা ক্রয় করে ছাড়ে তাহলে সেগুলোরও বাজার মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। [দূররুল মুখতারঃ ২/২৭৩-২৭৪]

---

## গরুর ফার্মের যাকাতঃ

**(ক)** শুধু দুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে করা হলে গরুর মূল্যের উপর যাকাত আসবে না।
**(খ)** গরু সরাসরি বিক্রি করা উদ্দেশ্য হলে তার মূল্যমানের উপর যাকাত আবশ্যক হবে। [দূররুল মুখতারঃ ২/২৭৩-২৭৪]

---

## ফসলের যাকাত তথা উশরঃ

আমাদের দেশে যেসকল জমির সেচ বৃষ্টি বা নদীর পানিতেই সম্পন্ন হয় এবং সেচ কাজে ডিপটিউবয়েল বা অন্য কোন খরচ না লাগে তাহলে ফসল যে পরিমাণই হোক তার দশ ভাগের এক ভাগ এবং ডিপটিউবয়েলের মাধ্যমে সেচ দিতে হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেওয়া উচিৎ। একে উশর বলা হয়। উল্লেখ্য উশর আদায়ের ক্ষেত্রে সার, সেচ ও জমি চাষের খরচ বাদ না দিয়ে পূর্ণ ফসলের দশ কিংবা বিশ ভাগের একভাগ উশর আদায় করতে হবে। [হেদায়াঃ ১/২০১-২০২]

---

## হারাম মালের যাকাতঃ

সুদ বা এ জাতীয় হারাম মাল সম্পূর্ণটাই মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হয় কিংবা সদকা করে দিতে হয়। তাই এর উপর যাকাতের প্রশ্নই আসতে পারে না। [ফাতাওয়ায়ে শামীঃ ২/২৯১]

---

# যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতিঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন সেগুলো উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের মুখমন্ডল, পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এগুলো তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রেখেছিলে। এখন তোমরা নিজেদের অর্জিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন করো। [সূরা তাওবাঃ ৩৪-৩৫]

শরীয়তের পরিভাষায় كنز ঐ মালকে বলা হয়, যে মালের যাকাত আদায় করা হয় না। ইবনে উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যে মালের যাকাত দেয়া হয় তা যদি সপ্তম যমীনের নীচেও থাকে তবুও তা كنز নয়। আর যে মালের যাকাত দেয়া হয় না, সেই মাল যমীনের উপর প্রকাশ্যভাবে ছড়িয়ে থাকলেও তা كنز এর অন্তর্ভূক্ত হবে। [অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আব্বাস (রাঃ), জাবির (রাঃ), আবূ হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ হতেও বর্ণিত হয়েছে]

উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), তিনিও এ কথাই বলেন এবং তিনি বলেন, যে মালের যাকাত আদায় করা হয় না ঐ মাল দ্বারা মালদারকে দাগ দেয়া হবে। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে ছিলো। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা ওটাকে পবিত্রকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

মুসনাদে আবদির রাযযাকে আলী (রাঃ) হতে বর্ণীত আছে যে, (৯:৩৪) আয়াতকে কেন্দ্র করে নবী (সঃ) বলেনঃ “সোনা ও চাঁদির (মালিকের) জন্যে ধ্বংস (অনিবার্য)।” এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এটা সাহাবীদের কাছে বুঝতে কঠিন হয়ে যায়। তাই তাঁরা প্রশ্ন করেনঃ “তাহলে আমরা কোন মাল রাখবো?” উমার (রাঃ) এ প্রশ্নটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলে, তিঁনি বলেনঃ “(তারা রাখবে), যিকিরকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারিণী স্ত্রী।” অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, সোনা ও চাদিঁর নিন্দায় যখন (৯:৩৪) আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবীগণ বলেন, “তাহলে আমরা সন্তানদের জন্য ছেড়ে যাবো কি?” তখন রাসূল (সঃ) তোমাদের বাকী মালকে পবিত্র করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরজ করেছেন এবং তোমাদের (মৃত্যুর) পরে যে মাল থাকবে তার উপর তিঁনি মীরাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন।” এ কথা শুনে উমার (রাঃ) খুশীতে তাকবীর পাঠ করেন।

অত্র (৯:৩৪,৩৫) আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যেন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন ঐ মালকেই আগুনের মতো অত্যাধিক গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে ধমকের সূরে বলা হবে- আজকে তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ করো। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- “(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) তোমরা তার (জাহান্নামীর) মাথায় গরম পানি ঢেলে দাও এবং (তাকে বলো) শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। তুমি নিজেকে বড়ই মর্যাদাবান ও বুযুর্গ মনে করতে!” এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভালোবাসে আল্লাহর আনুগত্যের উপর ওকে প্রধান্য দেবে, ওর দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ঐ মালদারেরা মালের মহব্বতে আল্লাহর ফরমান ভূলে গিয়েছিলো। তাই আজ ঐ মাল দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন আবূ লাহাব খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে শত্রুতা করতো এবং তার স্ত্রী তার সাহায্য করতো। কিয়ামতের দিন আগুনকে আরও প্রজ্বলিত করার জন্যে সে (আবু লাহাবের স্ত্রী) তার (আবু লাহাব) গলায় রশি লটকিয়ে দিয়ে কাঠ এনে এনে ঐ আগুনকে প্রজ্বলিত করবে এবং ঐ আগুনে

তারা জ্বলতে থাকবে। এই মাল, যা এখানে (দুনিয়াতে) সবচেয়ে বেশী প্রিয়, এটাই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। ওটাকেই গরম করে ওর দ্বারা দাগ দেয়া হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এরূপ মালদারের দেহ এতো লম্বা- চওড়া করে দেয়া হবে যে, এক একটি দীনার ও দিরহাম ওর উপরে এসে যাবে, অতঃপর সমস্ত মাল আগুনের মত করে করে দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এটা নয় যে, একটার পর একটা দাগ পড়বে, বরং একই সাথে সমস্ত দাগ পড়বে। মারফূ' রূপেই এ রিওয়ায়াত এসেছে বটে, কিন্তু এর সনদ সঠিক নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

তাউস (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন সঞ্চিত মাল একটা বিরাট অজগর হয়ে মালদারের পিছনে ধাবিত হবে আর সে ওর থেকে পালাতে থাকবে। ঐ সময় সাপটি তার পিছনে ছুটবে ও বলতে থাকবেঃ "আমি তোমার সঞ্চিত ধন।" অতঃপর সাপটি তার যে অঙ্গকেই পাবে ওটাকেই কামড়িয়ে ধরবে।

মুসনাদে আহমাদে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি তার পিছনে সঞ্চিত ধন ছেড়ে যাবে, কিয়ামতের দিন তার ঐ ধন বিষাক্ত অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার চক্ষুদ্বয়ের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে। সাপটি মালদারের পিছনে ছুটবে। লোকটি তখন পালাতে পালাতে বলবেঃ "তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি কে?" সাপটি উত্তরে বলবেঃ "আমি তোমার জমাকৃত মাল, যা তুমি তোমার পিছনে ছেড়ে এসেছিলে।" শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, এরপর তার সারা দেহকেও চিবাবে।

সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন সম্পদ দিয়েছেন সে যদি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাক পড়া বিষধর সাপে রূপ দেয়া হবে যার চোখের উপর দুটি কাল দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সেটা তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। এরপর সাপ তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়। [সহীহ বুখারীঃ ১/১৮৮]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার মালকে আগুনের তক্তা বানানো হবে এবং তা দ্বারা তার পাশ্বদেশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকদের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার এ অবস্থা থাকবে। অতঃপর তাকে মনযিলের পথ দেখানো হবে, হয় জাহান্নামের পথ নয়তো জান্নাতের পথ।"
জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উট সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, কোনো উটের মালিক, যে তার হক্ক আদায় করবে না। আর তার হক্ক সমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা এবং অন্যদের দান করাও এক হক্ক। যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন এক প্রশস্ত বিশাল ময়দানে তাকে উপুড় করে ফেলা হবে এবং তার সকল উট যা একটি বাচ্চাকেও হারাবে না- পূর্ণভাবে তাকে ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে ও মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে এমন দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যে যাবৎ না আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ জান্নাতে অথবা জাহান্নামের দিকে দেখতে পাবে।
জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গরু ও ছাগল সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের মালিক যে তার হক্ক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিনে তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে এবং তার সকল গরু ও ছাগল তাকে শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে ও ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে। অথচ সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলও শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি গরু ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম করবে, তখনই শেষ দল এসে পৌঁছবে। (এরূপ করা হবে) সে দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। যে যাবৎ না আল্লাহর বান্দাদের বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ হয় জান্নাতে, না হয় জাহান্নামে দেখতে পাবে।
অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, কারো জন্য আবরণস্বরূপ আর কারো জন্য ছওয়াবের বিষয়।

**(১)** যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পাপের কারণ তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো অহংকার ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে।
**(২)** যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণ স্বরূপ তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে লালন পালন করেছে আল্লাহর রাস্তায় এবং তার সম্পর্কে ও তার পিঠে আল্লাহর হক্ক সম্পর্কে ভুলেনি। এই ঘোড়া তার মান সম্মানের জন্য আবরণ স্বরূপ।
**(৩)** যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের কারণ তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, সে পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে এবং তার গোবর ও প্রস্রাব পরিমাণও নেকী লেখা হবে। যদি তা আপন রশি ছিড়ে একটি অথবা দু'টি মাঠও বিচরণ করে তাহ'লে তার পদচিহ্ন ও গোবর পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর সেটা নদী হতে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না তাকে পানি পান করানোর। তবুও ঐ পানি পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে।
জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গাধা সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, গাধার বিষয়ে আমার নিকট শুধু এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি নাযিল হয়েছে 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সেদিন সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে'।" [যিলযালঃ ৯৯/৭-৮; মুসলিম; মিশকাতঃ ১৭৭৩; বাংলা মিশকাতঃ ১৬৮১]

## যাকাত ত্যাগকারী বা অস্বীকারীদের (মানি'উয যাকাত) বিধান এবং তাদের ওযর কিংবা হুজ্জাহ কায়েমঃ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর অন্তর্ভুক্ত আকিদা ও ফিকহের সকল মাযহাব ও মাসলাক এ ব্যাপারে একমত যে, কুফর বা রিদ্দাহ অন্তর, কথা এবং কাজের মাধ্যমে হতে পারে।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেন, "কেউ যদি শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে, যদিও সে শরীয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে, কিন্তু তার শরীয়ত প্রত্যাখ্যানই স্বয়ং স্পষ্ট কুফর।" [ইকফারুল মুলহিদিনঃ ১১৯]

গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, "যে ব্যক্তি শরীয়তের কোনো (অকাট্য) হুকুমকে অস্বীকার করে, সে তার মুখে বলা কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে প্রত্যাখান করে।" [সিয়ারে কাবীরঃ ৪/২৬৫]

তাজুদ্দিন সুবুকি আশ শাফেয়ি (রহঃ) বলেন, "ইমাম আশ'আরী এবং তার সাথীগণ বরং সকল মুসলিমদের নিকট কোনো দ্বিমত নেই, যে ব্যক্তি কোনো কুফুরি কথা উচ্চারণ করলো অথবা কুফরের কাজগুলো করলো নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর তা'আলার প্রতি কাফির হয়ে গেলো, জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, যদিও তার অন্তর (ঈমানের ব্যাপারে) অবগত থাকে।" [ত্ববাকাত, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৯১]

সালাফগণ 'মানিউ'য যাকাত' বা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা লোকদেরকে মুরতাদ আখ্যা দিয়েছেন, অথচ তারা সাওম রাখতো এবং সালাত আদায় করতো। ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বলেন, মুসলিমদের কোনো দল যদি কিছু ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয় অথবা রোযা, হজ্জ, যাকাত থেকে বিরত থাকে, বা জুয়া, সুদ, জিনা, অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণকে হারাম না করে, গাইরে মাহরামকে বিবাহ করে বা জিহাদকে আঁকড়ে না ধরে, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্য না করে অথবা এ ধরনের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, অথবা এমন কোনো হারাম থেকে বিরত না থাকে যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, এই নিবৃত দলটির বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। আর এ ব্যাপারে আমার জানা মতে উলামাদের মাঝে কোনো ধরনের দ্বিমত নেই। [মাজমু আল ফাতাওয়াঃ ২৮/৫০২]

মুসলমানদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট মোতাওয়াতির বিধান থেকে বিরত থাকে মুসলিম জাতির সকল ইমামদের মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় না করে তাহলে নামাজ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে তাহলে যাকাত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কিতাল করতে হবে। একই হুকুম রমাদ্বানের রোজা ও হজ্ব আদায় না করলেও প্রযোজ্য। একই ভাবে যদি জান, মাল, সম্মান, ইজ্জত ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে তাহলেও প্রযোজ্য। [মাজমু আল ফাতওয়াঃ ২৮/৫১০]

রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালের পর আরব গোত্রের কতগুলো লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসেছিলো। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, ইমামের যাকাত নেয়ার অধিকার নেই। এটা শুধু রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। আর এ জন্যেই তারা আল্লাহ তা'আলার (৯:১০৩) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -এই উক্তিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু আবূ বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত সাহাবী তাদের ভূল ব্যাখ্যা ও বাজে অনুভূতি খন্ডন করে দিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সঃ) ইন্তেকাল করলেন, আবূ বকর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করলেন, এ সময় আরবের অনেক ব্যক্তি কুফরী করলো। তখন উমর (রাঃ) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি

মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল করবেন? অথচ রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি যতক্ষণ না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে তার মাল ও জানকে আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে তবে তার হক্কের কারণে আর তার হিসাব আল্লাহ তা'আলার কাছে ন্যস্ত!
আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো, যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো মালের হক্ব। আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা তারা রাসূল (সঃ) কে প্রদান করতো তাহলে এই বিরত থাকার কারণে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো।
উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিতালের ব্যাপারে আবূ বকর (রাঃ) এর বক্ষকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এটাই হক্ব। [সহীহ বুখারীঃ ৬৫২৬]

ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেনঃ এতে এ প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, যারা যাকাত, নামায অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত থাকে- চাই কম হোক কিংবা বেশী, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। কেননা আবু বকর (রাঃ) বলেছেনঃ যদি তারা আমাকে একটা রশি (অপর রেওয়াতে এসেছে) যদি একটা উটের বাচ্চা পর্যন্ত দেয়া থেকে বিরত থাকে (তথাপি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো)। [শরহে মুসলিম লিন নববী, খন্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ২১২]

মানি'উয যাকাত বা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) বলেছেনঃ রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালের কারণে যখন মুসলিমদের মধ্যে দূর্বলতা তৈরি হল তখন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দল মুরতাদ হয়ে গেলো। এক দল সম্পূর্ণভাবে দ্বীন থেকে (বের হয়ে) মুরতাদ হয়ে গেলো। অন্য এক দল দ্বীনের অংশ থেকে (বের হয়ে) মুরতাদ হয়ে গেলো এবং বলল, আমরা সালাত আদায় করব কিন্তু যাকাত আদায় করব না। আর এক দল একনিষ্ঠ দ্বীন থেকে (বের হয়ে) মুরতাদ হয়ে গেলো, যা নিয়ে মুহাম্মাদ (সঃ) আগমন করেছেন। তারা মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি একদল মিথ্যাবাদী নবির প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমনঃ মুসাইলামা আল কাযযাব (মিথ্যাবাদী), তুলাইহা আল আসাদি এবং এ দুজন ছাড়া আরো অন্যরা। অতঃপর মুহাজির, আনসার, ত্বুলাকা (মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমাপ্রাপ্ত ও পরে ঈমান আনা ব্যক্তিরা), বেদুঈনগণ এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন এমন কৃতজ্ঞতা পোষণকারী এবং যারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন তারা এদের (মুরতাদদের) বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ (হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা এমন ক্বওমকে নিয়ে আসবেন তিনি যাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে) [সূরা মায়িদাহঃ ৫৪]
তারাই হচ্ছেন সেইসব লোক যারা দ্বীন থেকে পিছনে ফিরে যাওয়া মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। তারা (মুরতাদ) আল্লাহর কোনো ক্ষতি'ই করতে পারেনি। [মাজমু'আতুল ফাতাওয়া, ২৮ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪১২-৪১৪]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) আরও বলেনঃ "সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী ইমামগণ যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা লোকদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, যদিও পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতো এবং রমাদ্বান মাসের সাওম প্রদান করতো। কিন্তু তাদের কোনো গ্রহণযোগ্য বা বৈধ সংশয় ছিল না। এ কারণে তারা মুরতাদ ছিল। আর তারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার উপরে যুদ্ধ করে, যদিও আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যাকাত ফরয হওয়াকে তারা স্বীকার করেছে। আর তাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তারা বলতোঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবি কে যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনঃ আল্লাহর বাণীঃ (আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা/যাকাত গ্রহণ করুন)। রাসূল (সঃ) এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই বিধান রহিত হয়ে গেছে।
অনুরুপভাবে নবি (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের নির্দেশ দিয়েছেন যারা মদ পান থেকে বিরত থাকতো না।"
[মাজমু'আতুল ফাতাওয়া, ২৮ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫১৯]

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, যাকাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা সালাত আদায় করা, সাওম পালন করার পরেও তারা যে মুরতাদ ছিল এ ব্যাপারে উম্মাহর সকল সাহাবী ও আলিমদের ইজমা' রয়েছে। এমনকি তারা যাকাত ফরয হওয়াকেও স্বীকার করতো। কিন্তু রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালে সেই বিধান রহিত হয়ে গেছে বলে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছিল। শুধু এতোটুকুতেই তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এ ব্যাপারে তাদের কোনো সংশয় আপত্তি বা ওযর গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যাদের ক্ষেত্রে কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের উপরে হুজ্জাহ কায়েম করার প্রশ্নই আসে না। তাই এটা স্পষ্ট যে, যে'কেউ যাকাত প্রদানে অস্বীকার করবে তার'ই উপর একই হুকুম বর্তাবে।

আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলা আমাদের উপর রহম করুন। তাঁর প্রতিটি বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

*‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কাজে অটলতা ও সৎ কাজের উপর দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি। আর প্রার্থনা করছি আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও আপনার উত্তম ইবাদাতের। আপনার নিকট প্রার্থনা করছি সুষ্ঠু অন্তরের ও সত্যবাদী জিহ্বার। আর আমি আপনার কাছে ঐ মঙ্গল প্রার্থনা করছি যা আপনি মঙ্গলরূপে জানেন এবং ঐ দোষ ও অন্যায় হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আপনি দোষ বলে জানেন। আর যে পাপগুলোকে আপনি জানেন সেগুলো থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়গুলো ভালোরূপে অবগত আছেন।’*